গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
www.moca.gov.bd
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১২৪.১৬.০০১.২০.৫৯৫

তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪২৯
২৭ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে প্রতিনিধি মনোনয়ন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তাকে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	হাসনা জাহান খানম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পানাম সিটি, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
২.	মো: সাখাওয়াত হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট
৩.	রতন চন্দ্র পাল, প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	শালবন বিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা

২৭-১০-২০২২
মোঃ আতাউর রহমান
যুগ্মসচিব
ফোন: +৮৮-০২-৯৫১৪১৬০
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৫

বিতরণ :
১) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর দপ্তর , সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি সেল, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩) প্রোগ্রামার , আইসিটি সেল, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১২৪.১৬.০০১.২০.৫৯৫/১(৩)

তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪২৯
২৭ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা , অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর দপ্তর , সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা , অনুষ্ঠান শাখা , সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৭-১০-২০২২
মোঃ আতাউর রহমান
যুগ্মসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ষাটগম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট জাদুঘর), বাগেরহাট

"তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ" সংক্রান্ত অংশীজন সভার প্রতিবেদন।

সভাপতি	:	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	২৩ নভেম্বর ২০২২ খ্রি: ।
সভার সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সেমিনার কক্ষ, বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট।
উপস্থিতি	:	উপস্থিতির তালিকা সংযুক্ত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সঞ্চালক জনাব মো: যায়েদ, কাস্টোডিয়ান, বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট উপস্থিত সকলকে পরিচয় করে দেন এবং সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বরিশাল ও খুলনা বিভাগ, খুলনার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম ফেরদৌস মহোদয়। তাছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ট্যুরিস্ট পুলিশ, বাগেরহাট জোন, বাগেরহাটের পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইনচার্জ জনাব মোশারফ হোসেন, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি, স্থানীয় জনগণসহ বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাটের সকল স্তরের কর্মচারিবৃন্দ। উপস্থিত সবাই সভার আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি তথ্য অধিকারের ঐতিহাসিক পটভূমি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন যে, তথ্য অধিকারের আইন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। তিনি জানান যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, ৩৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কাজেই জনগণের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

সভাপতি আরোও জানান যে, তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য হলো- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা, দুর্নীতি হ্রাস করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ও জনগণের ক্ষমতায়ন। আমাদেরকে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সভায় তথ্য কী, কোন ধরনের তথ্য কিভাবে, কতদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে, কোন ধরনের তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাজ ও কাজের প্রক্রিয়া, আপীল কর্মকর্তার কাজ ও কাজের প্রক্রিয়া, তথ্য কমিশনের কাজের প্রক্রিয়া ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন শেষে ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। উপস্থিত ৫ (পাঁচ) জন অংশীজন তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত হয়ে উপকৃত হয়েছেন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ/-
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত
আলোচনা সভা
সভাপতি: জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ: ২৩ নভেম্বর ২০২২
স্থান: বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শালবন বিহার, ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা

“তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ” আলোচনা সভার প্রতিবেদন।

সভাপতি	:	রতন চন্দ্র পাল, প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	২৭ নভেম্বর ২০২২ ।
সভার সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	শালবন বিহার, ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা।
উপস্থিতি	:	ড. মুহাম্মদ সোহরাব উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; এ কে এম সাইফুর রহমান, আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ; কুমিল্লা, প্রফেসর ড. জি. এম. মনিরুজ্জামান, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা; মোহাম্মদ আইনুন হক, সভাপতি, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; মাকসুদুল হাকিম, প্রভাষক, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ; মোঃ ইউসুফ আলী, ব্যাটালিয়ন নায়েক;ফারুক হোসেন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা; মো: আবুল বাশার, ওয়ার্ড সচিব, ২৪ নং ওয়ার্ড, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন; মো: সাদ্দাম হোসেন খান, সাব ইন্সপেক্টর, ট্যুরিস্ট পুলিশ, কুমিল্লা জোন; মোঃ হারিজ মিয়া, এটি এস আই, ট্যুরিস্ট পুলিশ, কুমিল্লা জোন; মোঃ আনিছুর রহমান, এসিসট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর, ট্যুরিস্ট পুলিশ, কুমিল্লা জোন;কমল চন্দ্র দাস, সিনিয়র ইন্স:, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্ট, কোটবাড়ী, কুমিল্লা; এ দপ্তর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ময়নামতি জাদুঘরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় দোকান মালিক সমিতির সদস্যবৃন্দ।

ক্রম	আলোচনা
১.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জনাব রতন চন্দ্র পাল সভার শুরুতে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন-পরিবেশ ও দর্শক বান্ধব করার জন্য আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করি তা অবশ্যই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল প্রত্নস্থলের জন্য উপযোগী কিনা তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে। তথ্য অধিকার সম্পর্কে আমরা আগের চেয়ে বেশী ভূমিকা রাখতে পারি। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল আইনটি প্রণীত হয়। আমাদের কাজ হচ্ছে অংশীজনের সাথে। আইন করলেই বাস্তবায়ন হয়না, আইনে বিধিমালা থাকবে। তথ্য জানতে চাইলে কি কি পদক্ষেপে তথ্য জানাযাবে তা আগে জানতে হবে এবং তথ্য অধিকার আইনে প্রচলিত ধারা মেনে তথ্য দিতে হবে। তথ্য সঠিক সময়ে দিতে হবে এবং নিয়ম-কানুন মেনে তথ্য দিতে হবে। সঠিক সময়ে তথ্য দিতে না পারলে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জরিমানা গুনতে হবে। নির্ধারিত সময়ে তথ্য পেতে হলে তথ্য ফরমে অবশ্যই আবেদন করতে হবে এবং তথ্য ফরমে আবেদন না করলে তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। তথ্য পাওয়ার আবেদনে তথ্য দিতে না পারলে তাকে জানিয়ে দিতে হবে। আবেদন অনুযায়ী আপনি কিছু তথ্য পাবেন আর কিছু তথ্য পাবেন না। এই বিধানে আরো আছে সকল অফিস কে তথ্য ক্যাটাগরি করতে হবে। জিআরএস ও সিটিজেন চার্টার এ তথ্য প্রদান করলেও সংখ্যায় খুবই কম। নাগরিক সেবা পাওয়ার আগেই হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে দিলে নাগরিক চাওয়ার আগেই পাবে।কোন কোন তথ্য পাওয়া যাবে আর কোন কোন তথ্য পাওয়া যাবে না সেগুলো ওয়েব সাইটে হালনাগাদ করতে হবে। শালবন বিহার ও ময়নামতি জাদুঘরকে দর্শক বান্ধন করতে কি কি করণীয় সেই ব্যাপারে অংশীজনের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছেন।

ক্রম	আলোচনা
২.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. মুহাম্মদ সোহরাব উদ্দীন বলেন, তথ্য অধিকার আইন অনেক সহজ না আবার কঠিনও না। আমরা আমাদের প্রত্নস্থলের ঐতিহ্যের মান বজায় রেখে চলবো এবং এগুলো কি কি কাজে লাগে তা জানতে হবে। আমরা কোন কোন তথ্য পাবো সেগুলো জানলে নাগরিক সেবা পেতে সুবিধা হবে। তিনি বলেন, আমাদের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনেক ছাত্র-ছাত্রী ময়নামতি জাদুঘর ও শালবন বিহার সংক্রান্ত গবেষণা ও ডকুমেন্টারির জন্য অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রয়োজন হয়, প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সঠিক সময়ে জানা গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা ও ডকুমেন্টারির জন্য সুবিধা হয়। তিনি ময়নামতি জাদুঘরকে আধুনিকায়ন করার দাবি রাখেন। এখানে সবাইকে আরো দক্ষ ও যত্নশীল হতে হবে। জাদুঘর সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে এই ঐতিহ্যের সাথে ভালো জ্ঞান সম্পন্ন পরিচিতি রাখতে হবে, যাতে দর্শনার্থী সমক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা সহযোগিতার জন্য আশ্বাস দেন।
৩.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. জি. এম. মনিরুজ্জামান বলেন, বিগত এগারো বছর ধরে এই শালবন বিহারের পূর্ব পার্শ্বে হাজী ভিলায় অবস্থান করেছি। আমার চোখের সামনে সংঘটিত হওয়া শালবন বিহারের ঘটনাগুলো এখানে এসে বলতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। তিনি ময়নামতি জাদুঘর ও শালবন বিহারকে দর্শক বান্ধন করার জন্য বিভিন্ন উপদেশমূলক কথা বলেন। ১। জাদুঘরের প্রত্নসম্পদগুলো কোন ব্যক্তি হাতদিয়ে স্পর্শ করতে পারবে না এক্ষেত্রে সে যতবড় ক্ষমতাবান ব্যক্তি হোক না কেন। ২। শালবন বিহারে যাতে অবাধে লোক ঢুকতে না পারে সেই ব্যাপারে সীমানা প্রাচীরগুলো আরো উচু করতে হবে এবং গেইট সুসংরক্ষিত রাখতে হবে। ৩। ভিতরে প্রেম বাগান করতে দেয়া হবে না এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিকে সততার সাথে কাজ করতে হবে। ৪। শালবন ও জাদুঘরের সামনের যানজট নিরসন করতে হবে। ৫। জাদুঘর এলাকা পুলিশ বক্সের আওতায় আনতে হবে। ৬। প্রকাশনা বই অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। ৭। শালবন বিহার ও ময়নামতি জাদুঘর এলাকায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আরো সচেতন হতে হবে। ৮। প্রবীণ নাগরিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবেশ মূল্য ফ্রি করতে হব। ৯। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হবে।
৪.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগেরসভাপতিমোহাম্মদ আইনুন হক বলেন, আমি কানাডায় পড়াশোনার সময় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে দুই/একটি কোর্স ছিল। কোর্সের প্রয়োজনে কানাডার বিভিন্ন জাদুঘর ও প্রত্নস্থল পরিদর্শনের সুযোগ হয়। সেখানকার জাদুঘরগুলোর ভিতরে প্রত্নবস্তু সম্পর্কে ভিডিও তথ্যচিত্র রয়েছে। ১। আমাদের ময়নামতি জাদুঘর আধুনিকায়ন করার জন্য আমরা চাইলে ভিডিও তথ্যচিত্র এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ২। প্রত্নস্থলগুলোতে ওয়াকিং ট্যুর থাকলে দর্শনার্থীদের অনেক উপকার হবে। ৩। বিভিন্ন উদযাপন উপলক্ষ্যে ফ্রিতে সবাইকে সুযোগ দিতে হবে। ৪। বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। ৫। প্রত্নসম্পদের বিভিন্ন তালিকা থাকলে কার্যকর হবে এবং সকল দর্শনার্থীরা উপকৃত হবে। ৬। শালবন বিহার ও ময়নামতি জাদুঘরে বসার স্থান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। ৭। মাতৃদুগ্ধ কর্নারের ব্যবস্থা করতে হবে। ৮। শালবন বিহারের গেইটটি আধুনিকায়ন করলে ভালো হয়। ৯। কুমিল্লার সকল প্রত্নস্থলের বিষয়ে কোন লিফলেট তৈরি করা যায় কিনা।
৫.	কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রতিনিধি বলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এই আয়োজন সত্যিই অসাধারণ। তিনি বলেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর আরো জোড় দিতে হবে। ভিতরে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। জাদুঘরের Interior আরো উন্নত করলে দর্শক বান্ধব হবে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বক্স ও পুলিশি তদারকি করলে আরো দর্শক বান্ধব হবে।
৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর সহকারী পরিচালক জনাব ফারুক হোসেন বলেন, আমাদের শালবন বিহারের ভেতরে Guide থাকলে প্রতি ১০০ জনের দল করে তাদের মধ্যে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করলে দর্শনার্থীরা অনেক উপকৃত হবে। guide দের আলাদা পোশাক থাকলে ভালো হবে এত করে অন্যদের থেকে তাদেরকে আলাদা করা যায়। তথ্যগুলো খ্রিস্টীয় শতক না লিখে সাল অনুযায়ী লিখলে সবার জন্য ভালো হয়। ইটাখোলা মুড়ার ভিতরে প্রেম কানন অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে এগুলো বর্জন করতে হবে। এছাড়া তিনি আরোও বলেন, বিভিন্ন প্রত্নস্থলের জন্য ছোট ছোট লিফলেট বিতরণ করলে দর্শনার্থীদের জানার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।
৭.	স্থানীয় দোকানদার মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ মীর হোসেন বলেন এখানে ভালো মানের হোটেল/

ক্রম	আলোচনা
	রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা করা হলে এতে করে দেশি-বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্নস্থলের মান আরো সমৃদ্ধি হবে। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন।
৮	আঞ্চলিক পরিচালক এ কে এম সাইফুর রহমান বলেন, অংশীজনগণ যা বলেছেন তাদের সাথে আমরা একমত। সর্বপ্রথমেই স্থানীয় জনগণের মধ্যেই সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু শালবন বিহার ও ময়নামতি জাদুঘরই নয় সব প্রত্নস্থলের জন্যই স্থানীয় লোকজন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা তাদের সহযোগিতাই একমাত্র প্রত্নস্থলের মান দেশ- বিদেশে সমৃদ্ধ করতে পারে। এছাড়া শালবন বিহারের ভেতরে ফটোগ্রাফারদের নজরদাড়িতে আমরা আরো কঠোর হবো। প্রয়োজন হলে তাদের মধ্যে কার্ডের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শালবন বিহারের প্রাচীরগুলো আরো উচু করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। আমাদের বাজেটের ঘাটতি রয়েছে চাইলেও সবকিছু খুব দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমরা আমাদের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে শালবন বিহার ও ময়নামতি জাদুঘর আধুনিকায়ন করার জন্য আমরা চেষ্টা করবো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আমরাসর্বদাই কঠোর । পরিচ্ছন্নকর্মীদের কাজের মান উন্নয়নে কাস্টোডিয়ান নিয়মিত মনিটরিং করবেন।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতির নির্দেশক্রমে সঞ্চালক জনাব হাসিবুল হাসান সুমি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ/-

রতন চন্দ্র পাল

প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

চিত্র: ১। ‘তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ’ বিষয়ক অংশীজন সভার ব্যানার।

চিত্র: ২। অংশীজন সভার সভাপতি, আঞ্চলিক পরিচালক ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়েরপ্রত্নতত্ত্ববিভাগর চেয়ারম্যান

চিত্র: ৩। অংশীজন সভার সভাপতি জনাব রতন চন্দ্র পাল সভার সভাপতি বক্তব্য প্রদান করছেন।

চিত্র: ৪। অংশীজন সভায় বক্তব্য রাখছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান জনাব ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন।

চিত্র: ৫। সভায় বক্তব্য রাখছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব ড . জি. এম. মনিরুজ্জামান।

চিত্র: ৬। অংশীজন সভায় বক্তব্য রাখছেন আঞ্চলিক পরিচালক জনাব এ কে এম সাইফুর রহমান।

চিত্র: ৭। সভায় বক্তব্য রাখছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আইনুন হক।

চিত্র: ৮। অংশীজন সভায় বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত অতিথিবৃন্দ।

চিত্র: ৯। সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মাকসুদুল হাকিম, প্রভাষক, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ।

চিত্র: ১০। অংশীজন সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব ফারুক হোসেন , সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

চিত্র: ১১। অংশীজন সভার সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছেন সঞ্চালক জনাব হাসিবুল হাসান সুমি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

"তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ" সংক্রান্ত অংশীজন সভার প্রতিবেদন।

সভাপতি	:	হাসনা জাহান খানম, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি: ।
সভার সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সেমিনার কক্ষ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।
উপস্থিতি	:	উপস্থিতির তালিকা সংযুক্ত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সঞ্চালক জনাব এস.এম রেজাউল করিম, পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন উপস্থিত সকলকে পরিচয় করে দেন এবং সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সবাই সভার আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি তথ্য অধিকারের ঐতিহাসিক পটভূমি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন যে, তথ্য অধিকারের আইন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। তিনি জানান যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, ৩৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কাজেই জনগণের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

সভাপতি আরোও জানান যে, তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য হলো- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা, দুর্নীতি হ্রাস করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ও জনগণের ক্ষমতায়ন। আমাদেরকে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সভায় তথ্য কী, কোন ধরনের তথ্য কিভাবে, কতদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে, কোন ধরনের তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাজ ও কাজের প্রক্রিয়া, আপীল কর্মকর্তার কাজ ও কাজের প্রক্রিয়া, তথ্য কমিশনের কাজের প্রক্রিয়া ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন শেষে ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। উপস্থিত ৫ (পাঁচ) জন অংশীজন তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত হয়ে উপকৃত হয়েছেন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ/-
হাসনা জাহান খানম
অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত
আলোচনা সভা
প্রধান অতিথি: জনাব হাসনা জাহান খানম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: সেমিনার কক্ষ, লাইব্রেরি ভবন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত
আলোচনা সভা
প্রধান অতিথি: জনাব হাসনা জাহান খানম